ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নতুন রূপে দেবকে চেনা দায়!

পৃঃ ৫

হাশিম আমলার চোখে বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলবে কারা?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৬৮ ● কলকাতা ● ১১ আশ্বিন, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

অভিষেককে আবার সমন ইডির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার সমন পাঠাল ইডি। এ বারও তাঁর পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক কর্মসূচির সময়েই। আগামী ২ এবং ৩ অক্টোবর বাংলার পাওনা চেয়ে দিল্লিতে ঘেরাও কর্মসূচির ঘোষণা করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। কর্মসূচি চলাকালীন অভিষেকেরও দিল্লিতে থাকার কথা। কিন্তু বৃহস্পতিবারই এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডলে অভিষেক জানিয়েছেন, ইডি তাঁকে সেই সময়েই তলব করেছে।পরে তৃণমূল অন্য একটি এক্স (সাবেক টুইটার) পোস্ট করে। সেখানে লেখা হয়, "ওরা ভয় পেয়েছে।" তৃণমূল লিখেছে, "এখনও দিল্লিতে পা-ই পড়েনি আমাদের, আর এর মধ্যেই ভয় পেয়েছে ওরা।"

প্রসঙ্গত, বাংলার প্রাপ্য বকেয়া টাকার দাবিতে আগামী ২ এবং ৩ অক্টোবর দিল্লিতে ধর্না কর্মসূচির ঘোষণা করেছে তৃণমূল। দলের প্রায় তিন হাজার কর্মী-সমর্থক-নেতা একটি বিশেষ ট্রেনে চেপে দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হবেন বলে জানা গিয়েছে। সেখানে কর্মসূচি কী ভাবে হবে তা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অভিষেকেরই।

তৃণমূল সূত্রে খবর, আগামী ১ অক্টোবরই কর্মসূচিতে শামিল সকলকে দিল্লিতে একত্রিত করতে চাইছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। পর পর দু'দিনের কর্মসূচি নিয়ে সে দিনই অভিষেক নির্দেশ দেবেন দলীয় নেতাদের। পরের দিন অর্থাত ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর সকাল থেকে রাজঘাটের

এরপর ৩ পাতায়

মমতাকে নিশানা করে অন্যায় করছেন অধীর,

ক্ষোভ শরদ পওয়ারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনৈতিকভাবে লাগাতার আক্রমণ করায় বুধবার কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার । শুধু তাই নয়, ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীরের এমন অন্যায় আচরণ অবিলম্বে বন্ধ করতে কংগ্রেস নেতৃত্বকেও দ্রুত হস্তক্ষেপ করারও পরামর্শ দিয়েছেন পওয়ার।এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের স্পষ্ট বক্তব্য, ইন্ডিয়া জোট বৃহত্তর স্বার্থে তৈরি হয়েছে। জোট শরিক সব দল একসঙ্গে কাজ করছে দিল্লি থেকে বিজেপিকে সরাতে। জাতীয় স্তরে সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর বাংলায় অধীর চৌধুরি সিপিএমকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপির দালালি করছে। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থেই রাজ্য কংগ্রেসের উচিত এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা।অন্যদিকে, পাওয়ারের এমন বক্তব্য সমর্থন করে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও অধীরের ভূমিকাকে 'বিজেপির বি টিম' বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে এদিন তৃণমূল মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেছেন, "বিজেপিকে হটাতে বৃহত্তর স্বার্থে 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হয়েছে। সেখানে সোনিয়া গান্ধী , রাহুল গান্ধী , শরদ পাওয়ারদের পাশে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করছেন। অন্যদিকে, সিপিএমকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপির বি-টিমের ভূমিকা নিচ্ছেন অধীর চৌধুরীরা। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মমতার সাহায্য নেব, আর বাংলার

এরপর ৩ পাতায়

শুভেন্দুর খোঁচা নিয়ে

মুখ খুললেন সৌরভ

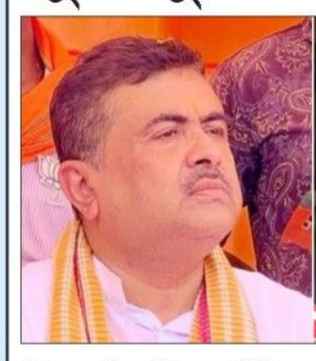

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সৌরভ গঙ্গোপাধয়ায় সম্প্রতি মাদ্রিদ থেকে ঘোষণা করেছেন মেদিনীপুরে ইস্পাত কারখানা তৈরি করার কথা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের সঙ্গে স্পেন সফরে সৌরভের যাওয়া নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা হয়েছে। মুখ খুলেছিলেন বিধানসভা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। ব্যক্তি হিসেবে সৌরভকে সম্মান করা ও তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট সুসম্পর্কের কথা জানিয়েও শুভেন্দু বলেছিলেন, সৌরভ 'বাণিজ্যিক চিন্তাভাবনা' নিয়ে কাজ করেন।

ঠিক কী বলেছিলেন শুভেন্দু? সৌরভের ইস্পাত কারখানা তৈরির কথা ঘোষণার পর পানিহাটিতে এক গণেশ পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বলেছিলেন, "ব্যক্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর খেলাকে আমি সম্মান করি। আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও খুব ভাল। কিন্তু সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সবসময় বাণিজ্যিক চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করেন। তিনি অশোক ভট্টাচার্য ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ম্যানেজ করে জমি নিয়েছিলেন, স্পোর্টস অ্যাকাডেমি করবেন বলে। করেননি। সেই জমিতে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল করতে গিয়েছিলেন বাণিজ্যিকভাবে। হাইকোর্ট হয়। জমি ফেরত দিতে হয়েছে।"

সেই সঙ্গে শুভেন্দুর আরও সংযোজন, "দ্বিতীয়বারে নিউটাউনে জমি নিয়েছেন। তিনি (কাজ) করেননি। শালবনিতে আগেও কিছু হয়নি, এখনও কিছু নেই,

এরপর ৩ পাতায়

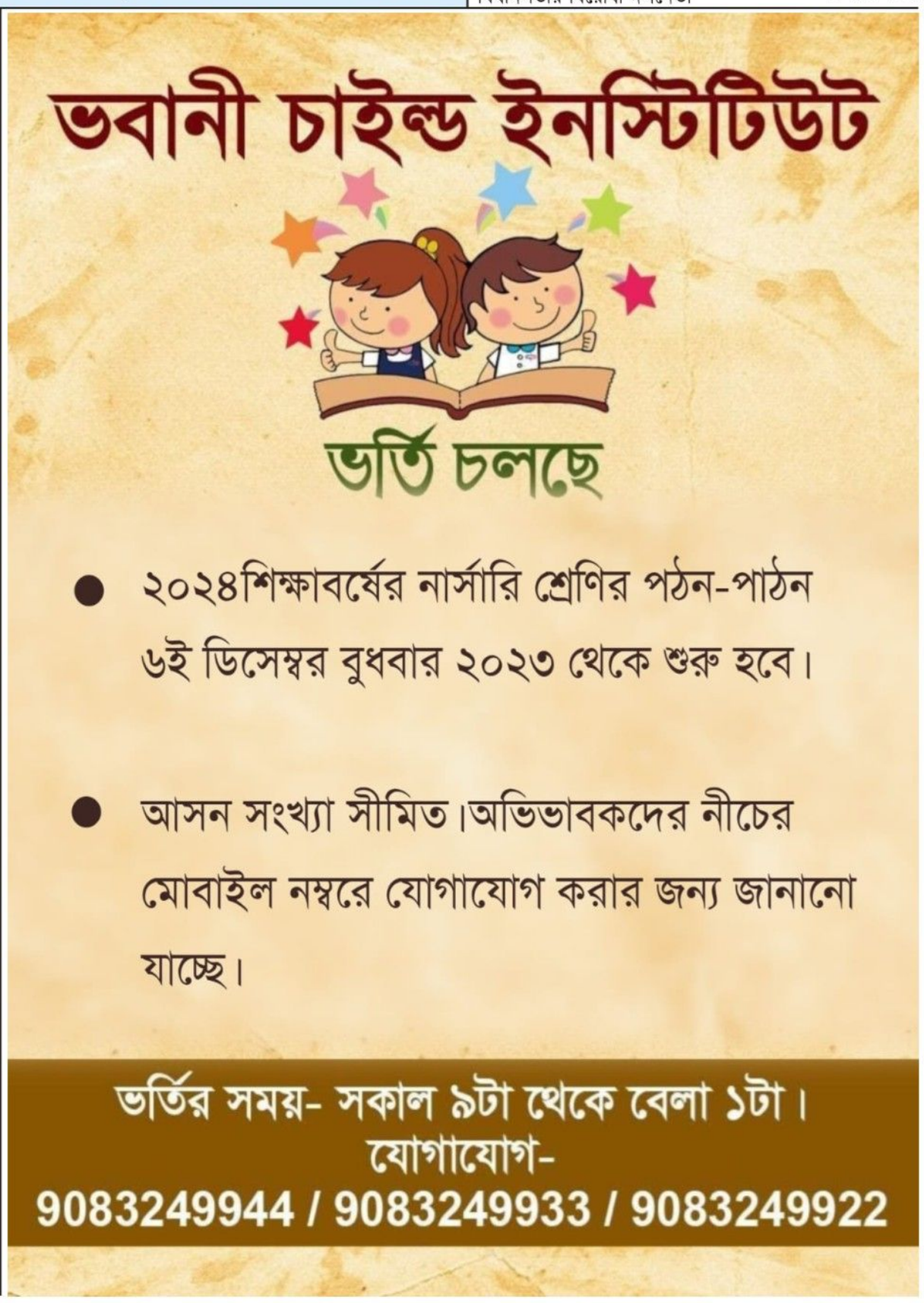

লোকসভার আগে নয়াগ্রামে বিজেপির ধস!

শতাধিক কর্মী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার নয়াগ্রাম ব্লকের পাতিনা অঞ্চলে বিজেপির ধস। জানা গেছে পাতিনা অঞ্চলের ২০ টি পরিবারের শতাধিক বিজেপি দলের কর্মী সমর্থক বিজেপি দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি দুলাল মুর্মু, নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউৎ, নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি একাদশী মান্ডি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। যোগদানকারীদের বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কাজে সামিল হতে তারা বিজেপি দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারী সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তৃণমূল কংগ্রেসের ঝাড়গ্রাম জেলার সভাপতি তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু। তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে ততই বিজেপি দল ছেড়ে মানুষ দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। তাই বিজেপি ছেড়ে যোগদানকারীদের তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যারা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন তাদেরকে দলে যোগ্য সম্মান দেওয়া হবে। যার ফলে লোকসভা নির্বাচনের আগে নয়াগ্রামে বিজেপি দল তাদের শক্তি হারালো বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান।

সংগঠনকে মজবুত করতে মরিয়া বঙ্গ পদ্ম শিবির

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : লক্ষ্য ২৪। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির নড়বড়ে সংগঠনে উদ্বিগ্ন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এবার তাই বঙ্গ বিজেপির বিশেষ পাঠশালা। প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রে একজন করে 'হেডমাস্টার' নিয়োগ করতে চলেছে পদ্ম শিবির। বিজেপির চব্বিশের পাঠশালা। ২৯৪ টি বিধানসভা আসনেই হেডমাস্টার!প্রত্যেক বুথে ডিসেম্বরের মধ্যে কমিটি গঠন করে দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করা। উনিশের লোকসভা ভোটে পরাজিত এবং দুর্বল বুথগুলিতে বাড়তি নজর দিচ্ছে বিজেপি। শুরু হচ্ছে তাদের বিশেষ বুথ সশক্তিকরণ অভিযান। এর জন্য জারি হয়েছে দলীয় নির্দেশিকা। বিজেপির এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে বুথ সশক্তিকরণ অভিযান। প্রতিটি বুথের কাজকে ২৩টি পয়েন্টে ভাগ করে আলোচনা করতে হবে। প্রতি বুথের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বানাতে হবে। সেই গ্রুপকে যুক্ত করতে হবে বিধানসভা এলাকার সঙ্গে। মণ্ডলে মণ্ডলে গিয়ে নেতাদের বৈঠক করতে হবে।চব্বিশে লোকসভা ভোট। এই ভোটে বাংলা থেকে ৩৫ আসনের টার্গেট বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন অমিত শাহ। কিন্তু, তার জন্য তো শক্তিশালী সংগঠন দরকার। সেটা কীভাবে হবে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ নিয়ে চিন্তায়। কারণ, রাজ্যের ১০ হাজার বুথে এখনও কমিটিই গঠন করা সম্ভব হয়নি বলে বিজেপি সূত্রে খবর। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক হাজার সভাও করা যায়নি। এই ভাবেই একের পর এক সাংগঠনিক কর্মসূচি নিলেও তা পূরণে বারবার ব্যর্থ হয়েছে বঙ্গ বিজেপি। এতে ক্ষুব্ধ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির এবার বিশেষ সশক্তিকরণ অভিযান। লক্ষ্য, লোকসভা ভোটের আগে সংগঠনকে শক্তিশালী করা। যে সমস্ত জায়গায় বুথ কমিটি গঠন হয়নি অবিলম্বে সেই সমস্ত বুথ কমিটি গঠন করা । পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪টি বিধানসভা আসন। ২৯৪ বিধানসভা কেন্দ্রেই একজন করে নেতাকে দায়িত্ব দিচ্ছে বিজেপি। তাঁদের প্রধান কাজ হবে যে সব বুথ এলাকায় বিজেপি দুর্বল সেখানে হাল ফেরানো।

ডেঙ্গু থেকে মানুষকে বাঁচাতে

তারা মায়ের কাছে স্বপন বাউলের প্রার্থনা

সংবাদদাতা বীরভূম : নিউজ সারাদিন : রাজ্যের জেলায় জেলায় হু হু করে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত রাজ্যের মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। অনেকে মারা গেছে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে। পূর্ব বর্ধমানের নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের বাউল তারা মায়ের কাছে জগতের মঙ্গল কামনায় পুজো দিয়ে মাকে ডাকলেন তার সমাজ সচেতনের বার্তায় । ডেঙ্গর হাত থেকে মানুষদের রক্ষা করতে তারাপীঠে গিয়ে তারা মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন। স্বপন দত্ত বাউল তারা মাকে বললেন মা জনগণ, পৌরসভা, পঞ্চায়েত, সাস্থ্য দপ্তর, জেলা প্রশাসন ,রাজ্য সরকার কেউই সম্পূর্ন ভাবে সচেতন নন । সকলের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে দাও মা। জনগন আর সরকারকে সচেতন না করলে ডেঙ্গু রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর যাবে না। ডেঙ্গু রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে তারা মা তোমাকেই আশির্বাদ দিতে হবে ডেঙ্গু মশার বংশ ধ্বংস না করলে ডেঙ্গু থেকে মুক্তি নেই । তারা মা তুমি ডেঙ্গুর হাত থেকে তোমার সন্তানদের রক্ষা করো। স্বপন দত্ত বাউলের এমন কাতর প্রার্থনা দেখে ও জগতের মঙ্গল কামনায় এবং ডেঙ্গু থেকে মুক্তির জন্য তারা মায়ের কাছে পুজো দিতে দেখে আগত ভক্ত বৃন্দরা বাউলের এই মহতি প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্বপন দত্ত বাউল নিজের জীবনের ঝুকি নিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে নিঃস্বার্থ ভাবে এর আগেও বহুবার ডেঙ্গু সচেতন করেছেন রাজ্যের জেলায় জেলায় । তার গানে ও বক্তব্যে বার বার বলেছেন পৌরসভা পঞ্চায়েত সাস্থ্য দপ্তর কে নিয়মিত মশা মারার ওষুধ ছড়াতে হবে, কিট নাশক মশা মারার তেল স্প্রে করতে হবে। কামান দেগে মশা মারার ধোঁয়া দিতে হবে। নিয়মিত রাস্তা ঘাট ড্রেন পরিষ্কার করতে হবে, নোকরা আবর্জনা কোথাও ফেলা চলবে না। আরও একটি মূল্যবান কথা বললেন জমা জলই মশা বাহিত রোগের কারণ সুতরাং রাস্তা ঘাটে খানা ডোবায় এবং বাড়ির আসে পাশে, চৌবাচ্চায় , ফুল দানিতে , আবাসনের খোলা ট্যাংকে, রাস্তায় চিকচিকির খালি প্যাকেট ও ডাবের খোলা ফেলে পরিত্যাক্ত গাড়ির টায়ারে কোনো ভাবেই জল জমানো চলবে না। রাস্তা ঘাটে গর্ত বুজিয়ে ফেলতে হবে। কারণ জমা জলেই ডেঙ্গু মশা জন্মায় বিশেষ করে বর্ষা কালে। স্বপন বাউল তার কাতর প্রার্থনায় তারা মায়ের কাছে বলেন যে জনগন আর পৌরসভা পঞ্চায়েত , কর্পোরেশন সাস্থ্য দপ্তর, এরা কেউই তেমন ভাবে সচেতন নয় বলেই আজ আবার ডেঙ্গুর চোখ রাঙানি বেড়েই চলেছে । কলকাতা, হুগলী, হাওড়া, পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় এবং যাদবপুরে ডেঙ্গুর আঁতুড় ঘর হয়ে উঠেছে। তাই তারা মা তুমি জগৎ জননী তারা মা তুমি তোমার সন্তানদের ডেঙ্গুর হাত থেকে রক্ষা করো মাগো কত জীবন ডেঙ্গু জ্বর কেড়ে নিচ্ছে দয়াময়ী মা তুমি তোমার সন্তানদের বাঁচাও।

নর্থ ইস্ট সীমান্তের ডিভিশনাল

রেলওয়ে ম্যানেজার হরিশ্চন্দ্রপুর এসে দেখা করলেন মুরসালিমের পরিবারের সাথে

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা: নিউজ সারাদিন : বেশ কিছুদিন ধরে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের মুরসালিন খবরের শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছে । মুরসালিমকে সম্বর্ধনা জানাতে নেতা মন্ত্রী থেকে রেলওয়ে আধিকারিক এলাকার বিশিষ্টজনেরা ছুটে আসছে মাটির তৈরি ভগ্ন বাড়িতে। কেউ আবার মোরসালিনকে সম্বর্ধনা জানাতে সুদূর কলকাতায় নিয়ে গেছে । এত লোকের আনাগোনা এবং বাড়িতে যাওয়া আসা নিয়ে মুরসালিমের মা হতাশা গ্রস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি মুরসালিমের পিতা ভিন রাজ্যে নির্মাণ কার্যে লিপ্ত এখনো বাড়িতে আসতে পারেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মোরসালিনকে রেলের পক্ষ থেকে যে ১৫০০ টাকা পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানিয়েছে তা নিয়ে গ্রামবাসী ও আত্মীয়-স্বজনেরা অসন্তুষ্ট। তাদের ধারণা মুরসালিমের বাবাকে হয়তো ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ আর করতে হবে না কিন্তু রেল আধিকারিকগণ মোরসালিমের বাড়িতে আসার পরে সকলের মন ভেঙে যায় এবং তারা অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরের কাগজে তা নিয়ে তীব্র নিন্দা জানায়। এরই মধ্যে নর্থ ইস্ট সীমান্তের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সুরেন্দ্র কুমার হরিশ্চন্দ্রপুরে আসেন এবং হরিশ্চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসে মোরসালিমের মা ও দাদুর সাথে কথা বলেন এবং কিছু শিক্ষা সামগ্রী মোরসালিমের মায়ের হাতে তুলে দেন এবং উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান। পরিবার সূত্রে জানা যায় মুরসালিমের পড়াশোনার জন্য সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতা রেলের পক্ষ থেকে করা হবে। মোরসেলিন মহান কাজ করেছে তাই তাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। এবং তার পরিবারের জন্য কোনরূপ সাহায্য করা যায় কিনা তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবেন এমনটাই জানিয়েছেন রেলওয়ে আধিকারিক।

শহীদ ভগৎ সিং-এর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : "শহীদ ভগৎ সিং-এর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর ত্যাগ ও অবিচল নিষ্ঠা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে। তিনি ছিলেন শৌর্য ও সাহসিকতার এক উজ্জ্বল আলোকশিখা যা ন্যায় ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের নিরন্তর সংগ্রামের একটি প্রতীকচিহ্ন হয়ে থাকবে।" শহীদ ভগৎ সিং-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় একথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

হিটলারের অনুচরকে পার্লামেন্টে আমন্ত্রণ ঘিরে বিতর্ক!

ক্ষমা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কানাডার পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কূটনৈতিক রীতি ভেঙে খলিস্তানপন্থী মন্তব্য করে ভারতের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছিলেন দেড় সপ্তাহ আগে। এ বার সেই পার্লামেন্টেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাতিস সেনাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিতর্কে জড়ালেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। ঘটনার জন্য জাতির উদ্দেশে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।প্রসঙ্গত, গত জুন মাসে জুন মাসে খলিস্তানপন্থী সংগঠন 'খলিস্তান টাইগার ফোর্স' (কেটিএফ)-এর প্রধান তথা কানাডার সারের গুরু নানক শিখ গুরুদ্বার সাহিবের প্রধান নিজ্জরকে গুরুদ্বার চত্বরের মধ্যেই গুলি করে খুন করা হয়। সেই ঘটনার তদন্তে ভারতের গুপ্তচর সংস্থার ভূমিকা ছিল বলে কানাডার পার্লামেন্টের জরুরি অধিবেশনে গত ১৮ সেপ্টেম্বর অভিযোগ করেছিলেন ট্রুডো। কানাডার তদন্তকারী সংস্থাগুলি এ বিষয়ে আরও বিশদে তদন্ত করছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি দাবি করেন, বিষয়টি নিয়ে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন তাঁর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও কথা হয়েছে। ট্রুডোর ওই বিবৃতির পরে কানাডার এক ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হয়। সে দেশের বিদেশমন্ত্রী মেলানি জোলি জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি 'র'-এর কানাডার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব সামলাতেন। ওই পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় পরের মঙ্গলবার মোদী সরকার কানাডার এক শীর্ষ কূটনীতিককে পাঁচ দিনের মধ্যে দিল্লি ছাড়ার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি, নিজ্জর খুনের ঘটনায় দায় অস্বীকার করে ভারত।জার্মানির নাতিস একনায়ক অ্যাডল্ফ হিটলারের বাহিনীর হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়া ওই ব্যক্তি বর্তমানে ইউক্রেনের বাসিন্দা। কানাডার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ 'হাউস অফ কমন্স'-এর অধিবেশনে

এরপর ৩ পাতায়

মিলাদ-উন-নবী উপলক্ষে দেশবাসীকে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : আজ মিলাদ-উন নবী। এই উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। দয়া ও সৌভ্রাতৃত্বের শক্তি আমাদের সমাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাক, এই প্রার্থনাও জানিয়েছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় শ্রী মোদী বলেছেন: "মিলাদ-উন-নবী উপলক্ষে সকলকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের সমাজ জীবনে সৌভ্রাতৃত্ব ও দয়ার মানসিকতা গভীরভাবে প্রোথিত হোক, এই প্রার্থনা জানাই। প্রত্যেকেই সুস্থ থাকুন, সুখী থাকুন, এই শুভেচ্ছা রইল। ঈদ মুবারক!"

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

মমতাকে নিশানা করে অন্যায় করছেন অধীর, ক্ষোভ শরদ পওয়ারের

গেরুয়া শিবিরকে সাহায্য করতে তৃণমূলের পিঠে ছুরি মারব, দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না।"স্পেন ও দুবাই সফর নিয়ে সোমবারই অজস্র ভুয়া অভিযোগ করে অনৈতিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে কুতিসত আক্রমণ করেন অধীর চৌধুরী। বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে দেখে এদিন তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। বলেন, "বিজেপিকে সরাতে আমরা ইন্ডিয়া জোটের সব শরিকরা একসঙ্গে লড়াই করছি। সেখানে বাংলায় কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী ক্রমাগত তৃণমূলনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে যাচ্ছেন। জোটধর্ম মানছেন না, কুকথা বলছেন। উনি অন্যায় করছেন। 'ইন্ডিয়া' জোটের স্বার্থেই এগুলো অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। সর্বভারতীয় কংগ্রেসেরও দেখা দরকার অধীর যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবে আক্রমণ না করেন। এক্ষুনি বন্ধ না হলে আখেরে বিরোধী

১-ম পাতার পর

অভিষেককে আবার সমন ইডির

কর্মসূচি শুরু হবে তৃণমূলের। সেখানে কী ভাবে তৃণমূল সাংসদ-বিধায়কেরা অংশ নেবেন, তা-ও বলে দেবেন অভিষেকই। এ ছাড়াও জব কার্ড হোল্ডারদের যন্তর মন্তরে ধর্না, কৃষি ভবন ঘেরাওয়ের কর্মসূচি কী ভাবে রূপায়িত হবে, তা-ও তুলে ধরবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সেই হিসাবে ওই তিন দিন চূড়ান্ত ব্যস্ততায় কাটার কথা অভিষেকের। কিন্তু ইডির সমনে সাড়া দিতে হলে তাকে দিল্লি থেকে ২ তারিখ রাত অথবা ৩ তারিখ ভোরের বিমানেই কলকাতায় ফিরে আসতে হবে অভিষেককে। যদিও দিল্লিতে তাঁর দল তখনও দ্বিতীয় দিনের ধর্না কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।আগামী ৩ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টার সময়ে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হতে বলা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস মামলায় অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ওই সপ্তাহেই ডেকে পাঠানো হয়েছে।

অভিষেক বৃহস্পতিবার এক্সে নাম না-করে আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। তিনি লিখেছেন, "ঠিক যখন বাংলার পাওনা চেয়ে আমাদের দিল্লিতে যাওয়ার কথা, সেই সময়েই তলব করা হল আমাকে। অতএব, বোঝা যাচ্ছে কারা আসলে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। কারা ভয়ে কাঁপছে!"

এর আগে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র কো অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম বৈঠকের দিন ডেকে পাঠানো হয়েছিল অভিষেককে। কমিটির সদস্য হিসাবে দিল্লিতে সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা ছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি। বৈঠকে না গিয়ে ইডির সমনে সাড়া দিয়ে সল্টলেকে ইডির দফতরে হাজিরা দেন অভিষেক। দিল্লিতে তার চেয়ার ফাঁকা রেখে বৈঠক করেন 'ইন্ডিয়া'র কো অর্ডিনেশন কমিটির অন্য সদস্যেরা। এ বারও দিল্লিতে তৃণমূলের ঘেরাও কর্মসূচির সময়েই ডেকে পাঠানো হল তাঁকে। অভিষেক সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, আগের বার তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন।এই নিয়ে বেশ কয়েক বার ইডি ডেকে পাঠাল অভিষেককে। এর মধ্যে এক বার ইডির সমনে সাড়া দিল্লিতে হাজির হয়েছিলেন তিনি। পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূলের 'নবজোয়ার যাত্রা'র সময়েও তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় সিজিও কমপ্লেক্সে। কিন্তু প্রচারে ব্যস্ত থাকায় অভিষেক জানিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে ওই সময় প্রচার ছেড়ে ইডির দফতরে যাওয়া সম্ভব নয়। ভোট শেষ হওয়ার পর ইডি ডাকলে তিনি যাবেন বলে জানান। সেই মতো সেপ্টেম্বরের শুরুতে অভিষেককে ডাকা হয়। কিন্তু এ বারও তাঁর বৈঠক ছিল। অভিষেক অবশ্য কথা রাখেন। বৈঠকে না-গিয়ে ইডির দফতরে যান এবং বেরিয়ে বলেন, ''এই দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের নিট ফল শুধু শূন্য নয় মাইনাস টু। তবে আমাকে আবার ডাকলে আবার আসবে।" তার পর এক মাসও কাটেনি। তার মধ্যেই আবার সমন এসে পৌঁছল অভিষেকের কাছে।

অভিষেককে এ ভাবে বার বার তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির সময়েই ইডির ডেকে পাঠানো নিয়ে বৃহস্পতিবার সরব হয়েছে তৃণমূলও। নিজেদের এক্স হ্যান্ডলে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে তৃণমূল। তারা লিখেছে, "বিজেপি আর কত নীচে নামবে? প্রথমে তোমরা বাংলার মানুষের প্রাপ্য অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের নিপীড়ন করবে। আর এখন যখন বাংলার মানুষ তাঁদের অধিকারের দাবিতে আওয়াজ তুলছে, তখন তাদেরও চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।'' তৃণমূল আরও লিখেছে, "বিজেপি তাদের খাঁচায় ভরা টিয়া ইডিকে কাজে লাগিয়ে আবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে তলব করেছে আগামী ৩ অক্টোবর, যে দিন দিল্লিতে দলের ঘেরাও কর্মসূচি হওয়ার কথা।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনে বিশ্বের সর্ববৃহত গণতন্ত্র স্রেফ ভস্মে পরিণত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছে তৃণমূল। তারা লিখেছে, "এমন ঘটনা চোখের সামনে দেখাও লজ্জার।"

১-ম পাতার পর

শুভেন্দুর খোঁচা নিয়ে মুখ খুললেন সৌরভ

ভবিষ্যতেও কিছু হবে না।"নিউটাউনে জমি নিয়েও সৌরভ কিছু কাজ করেননি বলে অভিযোগ তুলেছিলেন শুভেন্দু। বিধানসভার বিরোধী দলনেতার সেই মন্তব্য নিয়ে আজ প্রশ্ন করা হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ককে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এদিন সরাসরি কারও নাম করে কিছু বলতে চাননি। তবে শুভেন্দুর খোঁচা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় তাঁর জবাব, "আমি কারও নাম করে কিছু বলব না। ওনাকে আমি বহুদিন চিনি। আমার অ্যাকাডেমি প্রায় ১৮ বছর হয়ে গেল। আঠারো বছর ধরে চলছে। ওই জমি আমারও নয়। অন্যের জমিতে অ্যাকাডেমি চলে। বাচ্চা ছেলেরা খেলে।"

২ পাতার পর

হিটলারের অনুচরকে পার্লামেন্টে আমন্ত্রণ ঘিরে বিতর্ক! ক্ষমা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো

'সম্মাননীয় অতিথি' হিসাবে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ইয়ারোস্লাভ হানকা নামে ওই ৯৮ বছরের প্রাক্তন নাতিস যোদ্ধাকে গত শুক্রবার কানাডার পার্লামেন্টে সম্মান জানানো হয়েছিল। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ□লেনস্কিও সে দিন 'হাউস অফ কমন্‌স'-এর অধিবেশনে হাজির ছিলেন।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হানকা হিটলারের এসএস ওয়াফেন বাহিনী পরিচালিত প্রথম ইউক্রেনীয় ডিভিশনের যোদ্ধা হিসাবে রুশ ফৌজের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর পাশাপাশি, 'হাউস অফ কমন্‌স'-এর স্পিকার অ্যান্টনি রোটা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওই ব্যক্তিকে। ঘটনার জেরে প্রবল বিতর্কের মুখে পড়ে ইস্তফা দিয়েছেন রোটা। ট্রুডো বুধবার রাতে পার্লামেন্টের অধিবেশনে ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে বলেন, "আমাদের একটি বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। সঠিক পরিচয় না জেনে ওই ব্যক্তিকে সম্মান জানানো একটি ভয়ঙ্কর ভুল। নাতিস বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা। এ জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।"

ভিখারি আর পকেটমার পাঠাবেন না জেল ভরে গেছে,

হজ নিয়ে সৌদির বার্তা পাকিস্তানকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর্থিক অবস্থায় বিপর্যস্ত পাকিস্তান। এই অবস্থায় পাকিস্তানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল বন্ধু দেশ পাকিস্তান। কারণ হজ কোটার প্রার্থী বাছাই নিয়ে ইতিমধ্যে সৌদি আরব সরকার পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে। সৌদির বিদেশ মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের একটি বৈঠকের পরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করেছে।হজ যাত্রা উলক্ষ্যে প্রচুর ভিড় হয় সৌদি আরবে। বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকেই তীর্থযাত্রীরা আসেন মক্কা ও মদিনা দর্শনে। ভিড় সামলাতে কড়া ব্যবস্থা করে সৌদি সরকার। সেই কারণে হজ কোটাও চালু রয়েছে। এই হজ কোটার মাধ্যমে সৌদি সরকার নির্দিষ্ট করে দেয় কোনও কতজনকে পাঠাতে পারবে। কোন কোন হজ উপলক্ষ্যে কতজন তীর্থযাত্রীকে সৌদি পাঠাতে পারবে তাই সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে আগে থেকেই জানাতে হয়। কোটার মাধ্যমে আর্থিক সাহাযয়ও দেওয়া হয়। এই কোটার সুযোগ নিয়েই পাকিস্তান থেকে বহু সময় সৌদি গিয়েছে ভিখারি ও পকেটমাররা। যা বরদাস্ত করতে রাজি নয় সৌদি সরকার। এই ঘটনা আগেও ঘটেছে। তখনও পাক সরকারকে সতর্ক করেছে সৌদি সরকার।বলা হয়েছে পাকিস্তান যেন হজ যাত্রায় দেশের ভিখারি ও পকেটমারদের না পাঠায়।

সৌদি আরব সূত্র জানা গিয়েছে, হজ যাত্রার সময় গ্রেফতার হওয়া ভিক্ষুকদের মধ্যে ৯০ শতাংশই পাকিস্তানের। যারা ওমরাহ ভিসায় পাকিস্তান থেকে সৌদি আরব গিয়েছিল। হজযাত্রার মত পবিত্র অনুষ্ঠানে যেন ভিখেরি , পকেটমার, ছিঁচকে অপরাধীদের পাঠান না হয় তার জন্য পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রককে সতর্ক করা হয়েছে। তবে আগেই এজাতীয় অপরাধীদের সাজা দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে সৌদি। সৌদির বিদেশমন্ত্রক আরও বলেছে, 'আমাদের কারাগারগুলি আপনাদের বন্দিদের দিয়েই ভর্তি হয়ে গেছে।' সৌদি পাকিস্তান সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আরও বলেছে, মক্কা,মসজিদের আল-হারামের কাছে থাকা সমস্ত পকেটমারও পাকিস্তানের নাগরিক।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, সৌদি আরব পাকিস্তানের এইজাতীয় কাজে খুবই ক্ষুব্ধ। পাকিস্তানের দুর্বৃত্তরা আরবের ভিসা নিয়ে মক্কা সফরে যায় না। তারা ওমরাহ ভিসায় যায়। তার কারণ হল সৌদি সরকার বা স্থানীয়রা পাকিস্তানের মানুষকে সেখানে কাজ দিতে চায় না। পাকিস্তানের শ্রমিকদের তারা দক্ষ শ্রমিক হিসেবেও মনে করে না। কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশের মানুষদের সৌদি দক্ষ শ্রমিক হিসেবে মনে করে। তাই ছদ্মবেশে পাকিস্তানের শ্রমিকাই ওমরাহ ভিসায় সে দেশে কাজ পাওয়ার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ সৌদির।

সুখপালের গ্রেফতারিতে ক্ষোভে ফুঁসছে কংগ্রেস শিবির,

ভগবন্ত সরকারকে তোপ মেহতাবের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা সুখপাল সিং খাইরা-কে গ্রেফতারিতে ক্ষোভে ফুঁসছে কংগ্রেস শিবির। পঞ্জাবের ভগবন্ত মান সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সুখপালের ছেলে মেহতাব সিং বলেছেন, "সুখপাল সিং আসলে ভগবন্ত মান এবং তাঁর দলের মুখোশ উন্মোচন করেছেন, তিনি সর্বদা পঞ্জাবে মাদকের ওভারডোজে যারা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন, কেউ যখন সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে তখন এটাই হয়, আমার বাবাকে এই নিয়ে ৫ বছরের দু'বার গ্রেফতার করা হল।"উল্লেখ্য, চন্ডীগড়ের বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার সকালে কংগ্রেস নেতা সুখপাল সিং খাইরা-কে গ্রেফতার করে পঞ্জাব পুলিশ। চন্ডীগড়ের সেক্টর-৫-এ বাড়ি সুখপালের, বৃহস্পতিবার বাসভবন থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ২০১৫ সালে এনডিপিএস আইনের অধীনে নথিভুক্ত একটি মামলায় কংগ্রেস নেতা সুখপাল সিং খাইরাকে পঞ্জাব পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সুখপালের গ্রেফতারিতে পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং সামাজিক মাধ্যম এক্স মাধ্যমে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, "বিধায়ক সুখপাল খাইরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন, এটি বিরোধীদের ভয় দেখানোর একটি প্রচেষ্টা এবং মূল বিষয়গুলি থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য আপ সরকারের একটি চক্রান্ত।"

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২৬৮ সংখ্যা ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ১১ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

গৃহবধূর আয় নিয়ে কড়া পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাই কোর্টের

গৃহবধূর আয়কে আর পাঁচজন উপার্জনকারীর মতো করে বিবেচনা করা যাবে না। কারণ, একজন গৃহবধূ গোটা পরিবারের দায়িত্ব সামলান, দেখভাল করেন। তাই তাঁর কাছে আয় সংক্রান্ত খুঁটিনাটি হিসেবনিকেশ জানতে চাওয়া মোটেই কাম্য নয়। প্রতিমা এক গৃহবধূর দায়ের করা মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাই কোর্টের।ঘটনা সূত্র অনুযায়ী, আবেদনকারী প্রতিমা সাহু একটি মোটরভ্যানের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। শরীরের ৫০ শতাংশই জখম হয়ে যায়। তিনি মানসিকভাবেও ব্যাপক ধাক্কা খান। পরবর্তীতে আদালতে তিনি আশঙ্কাপ্রকাশ করেন, শারীরিক ক্ষমতা হারানোয় পরবর্তীকালে চাকরির রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। এসবের ভিত্তিতে ওই মোটর গাড়ি সংস্থাকে তমলুকের আদালত ২ লক্ষ ৯ হাজার ৭৪৬ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন ওই সংস্থা। মামলার শুনানিতে বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার সিঙ্গল বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, কোনও মহিলার আয়কে আর পাঁচজন উপার্জনকারীর সঙ্গে সমতুল্য নয়। কারণ, শুধুমাত্র উপার্জনই করেন না। গোটা সংসার, পরিবারকে সবদিক থেকে আগলে রাখেন।

২০১৩ সালে এক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন প্রতিমা সাহু নামে এক মহিলা। মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম ট্রাইব্যুনালে তিনি জানান, তাঁর মাসিক আয় ৪০০০ টাকা। কিন্তু ট্রাইবুনাল জানায় ৩০০০ টাকা মাসিক আয় হলে তবেই তা গ্রহণযোগ্য। বিষয়টি আদালতের দোরগোড়ায় পৌঁছয়। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তা সাফ জানালেন, 'একজন গৃহবধূর আয় কোনওভাবেই আর পাঁচজনের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। তাঁর থেকে আয়ের নথি-তথ্য জানতে চাওয়া অপ্রত্যাশিত। মনে রাখতে হবে, গৃহবধূ শুধুমাত্র বাইরের কাজে আয় করেই থেমে থাকেন না। তিনি গোটা পরিবার সামলান, রান্না করেন, ঘরদোর পরিষ্কার করেন, সকলের যত্ন নেন। এত কাজ সামলে তবে তিনি আয় করেন। তাঁর আয় দৈনিক ও মাসিক আয় কারও সঙ্গে তুলনীয় নয়।'

বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ এম এস স্বামীনাথনের মৃত্যুতে

গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : দেশের বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ এম এস স্বামীনাথনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, "কৃষিক্ষেত্রে ডঃ স্বামীনাথনের যুগান্তকারী কর্মপ্রচেষ্টা কোটি কোটি দেশবাসীর জীবনে বিশেষ পরিবর্তন এনে দিয়েছে এবং সেইসঙ্গে দেশের খাদ্য নিরাপত্তাও নিশ্চিত হয়েছে।"

সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন :

"ডঃ এম এস স্বামীনাথনজির মৃত্যু আমাকে গভীরভাবে শোকাহত করেছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়কালে কৃষিক্ষেত্রে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা একদিকে যেমন কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই নিশ্চিত করেছে দেশের খাদ্য নিরাপত্তাও।

কৃষিক্ষেত্রে তাঁর বৈপ্লবিক অবদান ছাড়াও ডঃ স্বামীনাথন ছিলেন উদ্ভাবন প্রচেষ্টার এক বিশেষ চালিকাশক্তি। অনেকের কাছেই তিনি ছিলেন এক বিশেষ পথ প্রদর্শক। গবেষণা এবং অন্যকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে তাঁর অবিচল অঙ্গীকার দেশের অসংখ্য বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকদের মনে এক গভীর ছাপ ফেলেছে। ডঃ স্বামীনাথনের সঙ্গে আমার আলাপচারিতার মুহূর্তগুলি আমার কাছে সর্বদাই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তাঁর নিষ্ঠা ও আবেগ ছিল অনুসরণযোগ্য। তাঁর জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ও অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর পরিবার-পরিজন ও গুণমুগ্ধদের আমি সমবেদনা জানাই। ওঁ শান্তি!"

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

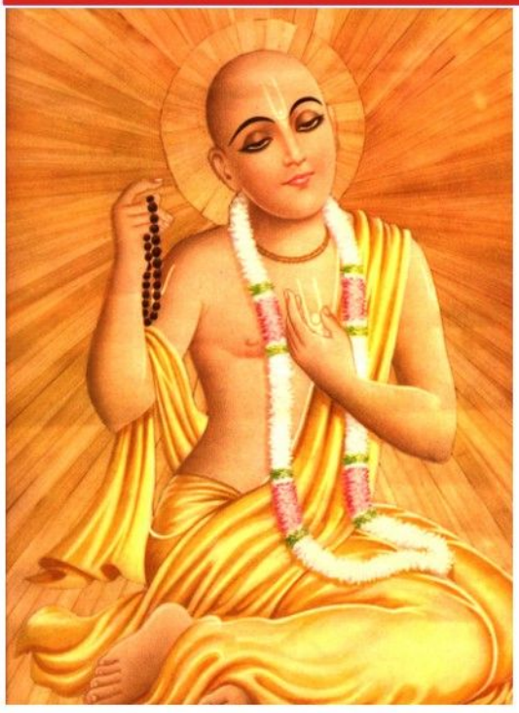

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সাংবাদিকতা জীবনে বহু বিষয় বস্তুর উপরে আমি চর্চা চালায় আজকের দিনে ও। হয়তো জীবনের পরিভাষা অন্যরকম হতে পারে, তবে লেখনীতে আমি সর্বদা সজাগ থাকি সত্য কথা তুলে ধরার জন্য। সেই সব বিস্তারিত তথ্য আজকেরে আমার কলমের তুলে ধরতে চাই আপনাদের সম্মুখে। আজকের নবদ্বীপ একসময় 'বাংলার অক্সফোর্ড 'নামে পরিচিত ছিল। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রতিটি কণার মধ্যে ঈশ্বর আজও বিরাজমান

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

বাসিন্দাদের মুখ থেকে শুনলাম। যারাই এখানে আসেন তারা পবিত্র এই নদীতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান। অযোধ্যায় গিয়ে আরও জানলাম, প্রতি বছর এখানে মেলা হয়। তার মধ্যে নভেম্বর মাসে রামের বিবাহ, জুন-জুলাই মাসে রথযাত্রা, আগস্ট মাসে ঝুলনমেলা, মার্চ-এপ্রিলে রাম নবমী আর সরযুস্নান অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর-নভেম্বরে। তবে মার্চ-এপ্রিলে রাম নবমী মেলায় না যাওয়াই ভালো। মেলার সময় এখানে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। তখন নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেও থাকে।একদিনে অযোধ্যা দেখে সন্ধ্যার আগেই আমি ফিরে এলাম ফৈজাবাদে। মাত্র ১০ মিনিট সময় লেগেছিল অযোধ্যা থেকে ফৈজাবাদে আসতে। ফৈজাবাদে ছিলাম ৩ দিন। ফৈজাবাদ মুসলিম প্রধান অঞ্চল। এখানে দেখেছি মুসলিম স্থাপত্যের ঘরবাড়ি, পুরানো রাজমহল। বাবু বেগম সুজা-উদ-দৌলার সমাধি রয়েছে এই ফৈজাবাদ শহরে। ফৈজাবাদের জাদুঘরটিও ঘুরে দেখেছিলাম। তবে একটি কথা না বললেই নয়, অযোধ্যায় কিন্তু আমি বেশ কিছু মসজিদ দেখেছিলাম। কিন্তু এখনকার গাইড ইচ্ছে করেই মসজিদগুলো দেখাতে চান না। তবে রাম মন্দির নিয়ে বিতর্কের আজও শেষ নেই সবকিছুর মধ্যে ভালই ভালই আমি বাড়ি ফিরে চলে এসেছিলাম ফৈজাবাদে থেকে।আমি আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম যে কোনোভাবেই হোক রাম জন্মভূমিতে রাম মন্দির করবে ভারতবাসীরা। এ কথাগুলো আজ যেন কল্পতরুর মতো কাজে লাগছে। বর্তমান পরিস্থিতি সেই পথের দিকে এগিয়েছে। এখন পরিস্থিতি এমনই যে, কেউই 'রাম'কে জোর গলায় অস্বীকার করতে পারছে না। ক্রমশ সংঘ পরিবারের হিন্দু জাতীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি। সংবিধান নয়, রামের মধ্যেই ভারতের জাতীয় ঐক্যের সন্ধান করতে বাধ্য হচ্ছে তারা।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা তো একটি বৃত্তই সম্পূর্ণ করলেন। শাহ বানু মামলায় মুসলমান মহিলাদের খোরপোষের ব্যাপারে যে রায় আদালত দিয়েছিল, তা উল্টে দিয়ে ১৯৮৫ সালে সংখ্যালঘুদের মন রাখতে আইন এনে ফেলেছিলেন প্রিয়াঙ্কার বাবা, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। হিন্দুত্ববাদীদের রোষের মুখে পড়ে তাদের মন রাখতে অযোধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে শিলান্যাসের অনুমতিও দিয়েছিলেন রাজীব। এমন কী ১৯৮৯-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রচারও তিনি অযোধ্যা থেকেই শুরু করেছিলেন। 'রাম রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। শেষ লক্ষ্য আজ ভারতবাসীর হিন্দুসমাজের পুরণ হতে চলেছে, আর এটা সম্ভব নাকি নরেন্দ্র মোদির জন্য হয়েছে।২০২০-তে এসে নরেন্দ্র মোদি যখন সুপ্রিম কোর্টের রায়কে হাতিয়ার করে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভূমিপুজো করছেন, তখন রাজীব-কন্যা রামলালার সাহস, সংযম, ত্যাগের গুনগানে ব্যস্ত। রামলালার মন্দিরের ভূমিপুজোর অনুষ্ঠানকে জাতীয় ঐক্য, বন্ধুত্ব ও সাংস্কৃতিক সমাগমের প্রতীক হিসেবে দেখছেন।তবে সুপ্রিম কোর্টের মামলার আগে হলফনামা দিয়ে শিয়া ওয়াকফ বোর্ড জানিয়ে দিল, অযোধ্যায় রামের জন্মভূমি থেকে মসজিদ সরিয়ে কোনও মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হোক।

উত্তরপ্রদেশের শিয়া সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের তরফে হলফনামায় লেখা হয়েছে, 'আমাদের মতে দুই বিবাদি পক্ষের উপাসনার স্থান, মসজিদ ও মন্দির যতটা দূরে রাখা যায় ততই ভাল। কারণ দুই গোষ্ঠীই লাউডস্পিকার ব্যবহার করলে তার ফলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটে। এতে বিদ্বেষ বাড়ে।' তাঁরা আরও জানিয়েছেন, 'শান্তি আনার জন্য মসজিদকে মর্যাদা পুরষোত্তম শ্রীরামের পূণ্য জন্মভূমি থেকে যথাযথ দূরত্বে কোনও মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া যায়।'

কিন্তু শিয়া ওয়াকফ বোর্ড এই ধরনের প্রস্তাব মুসলমানদের তরফ থেকে কীভাবে দিতে পারে, সেই প্রশ্নের জবাবও দিয়েছে বোর্ড। তাঁদের মতে, 'বাবরি মসজিদ শিয়া ওয়াকফের অধীনে ছিল। ফলে উত্তর প্রদেশের শিয়া সেন্ট্রাল বোর্ড এই নিয়ে আলোচনা করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের একমাত্র পক্ষ।'

এই হলফনামায় সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকেও একহাত নিয়েছে শিয়া ওয়াকফ বোর্ড। সুন্নি বোর্ড কট্টরপন্থীদের হাতে রয়েছে এবং তারা কখনওই শান্তিতে বিশ্বাস করে না বলে অভিযোগ করেছে শিয়া বোর্ড।যাক এসব বিতরকের কথা আমি এই লেখার মধ্যে আরেকটু সংযোজন করতে চাই ,আমি একচুয়ালি কোন ধর্মকে আঘাত করে এই লেখাটি লিখতে চাইনি। আমি অযোধ্যায় গিয়ে যাও অনুভূতি হয়েছিল তা আমি আমার কলমে তুলে ধরতে চেয়েছি। এছাড়াও আমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়ে যা আমার নিজের বোধগম্য হয়েছে, সে কথাগুলো কলমের ভাষাতে লিপিবদ্ধ করে যেতে চাইছে।আজ থেকে পাঁচ বছর আগে শেষবারের জন্য অযোধ্যায় গিয়েছিলেন সম্পুরা পরিবার চন্দ্রকান্ত সম্পুরা। পুত্র নিখিল এবং আশীস এখন মন্দির নির্মাণের কাজের মূল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন নিখিলের ২৮ বছর বয়সী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পুত্র আশুতোষ।আশাসের উল্লেখযোগ্য কাজ, মুম্বাইয়ের আন্টিলায় আম্বানিদের ব্যক্তিগত মন্দির নির্মাণ। এছাড়া এই পরিবারের হাতেই তৈরি হয়েছে অক্ষরধাম মন্দির, অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থার মন্দির। লন্ডনের এই অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামী নারায়ন মন্দিরের প্রধান, মহন্ত স্বামী, রাম মন্দিরের ভূমি পূজা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ৭ সাধুর অন্যতম। এই অযোধ্যার রাম মন্দির কেমন দেখতে হবে?রাম মন্দির তৈরি হবে নগর শৈলী অনুযায়ী। প্রাথমিকভাবে মন্দিরের আকার-আকৃতি যেমনটা হবে বলে ভাবা হয়েছিল বাস্তবে তা হতে চলেছে আরও অনেক বড়। তিনটি অতিরিক্ত কুণ্ডলী যোগ হচ্ছে মূল নকশার সঙ্গে। একটি সামনে এবং দুটি দু'পাশে। কুন্ডলীর উপর প্রশস্ত হবে 'গূধ মন্ডপ'। মূল নকশায় ১৬০টি কলমের কথা বলা থাকলেও তা ৩৬৬তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এরমধ্যে ১৬০ টি কলম থাকবে একতলায় ১৩২ টি থাকবে দোতালায়, ৭৪ টি থাকবে তিনতলায়। 'রাম দরবার' এর সিঁড়ির মাপও বদলেছে। ১৬ ফুট চওড়া হচ্ছে এই সিঁড়ি। মন্দিরের উচ্চতা প্রাথমিকভাবে ১৪১ ফুট নির্ধারিত হলেও শেষ পর্যন্ত ১৬১ ফুট হবে বলে ঠিক হয়েছে। ২৩৫ ফুট আগে নির্ধারিত ছিল। ১৬০ ফুট মন্দিরের দৈর্ঘ্য ২৮০ ফুট থেকে বেড়ে হয়েছে ৩০৭ ফুট। সবদিক থেকে মন্দিরের আকার বাড়ানো হয়েছে কারণ, সরকার চেয়েছে মন্দিরে যাতে আরো বেশি করে মানুষ স্থান পায়, এমনটাই জানাচ্ছেন সম্পুরা পরিবারের সদস্য আশীস। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রত্যেকটি কলমে ১৬ টি মূর্তি থাকবে। এই মুর্তিগুলির মধ্যে থাকবে দশাবতার, ৬৪ যোগিনী, শিবের সবরকম রূপ এবং সরস্বতী দেবীর ১২ রূপ। রাম মন্দিরের অনন্য বৈশিষ্ট্য হবে অষ্টভুজাকার আকৃতি। এই রাম মন্দিরে থাকবে হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্যের প্রায় প্রতিটি নিদর্শন, যেমন চৌকি নৃত্য, গর্ভগৃহ।এই বিশালাকার মন্দির নির্মাণ করতে মোটামুটি সাড়ে তিন বছর সময় লাগবে বলে অনুমান সম্পুরা পরিবারের। কিন্তু করোনা অতিমারীর পরিস্থিতিতে গোটা কাজটি আরও ছয় থেকে আট মাস পিছিয়ে দিয়েছে। যাইহোক ধর্মের অস্তিত্ব কথা তুলে বলতে চাই।হিন্দু ধর্মে অনেক দেব-দেবী আচার এ সবের উর্ধ্বে উপনিষদ অখন্ড ব্রহ্মের কথা বলে। আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, হিন্দু শাশ্বত সত্তাকে মানে। এই সত্তাকে নিরূপণের প্রকাশের মুখ্য দু'টি পথ। একটি জ্ঞানের বা যুক্তি-তর্কর পথ, অন্যটি ভক্তির পথ বা অনুভব অনুভূতির পথ। হিন্দু ধর্মে আসলে কোনও Creed বা ধর্মবীজ নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নানা ধর্ম নানা ভাষার মত আলাদা। কিন্তু আসলে এক।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

'পাঠান'কে হারিয়ে ছুটছে 'জওয়ান'

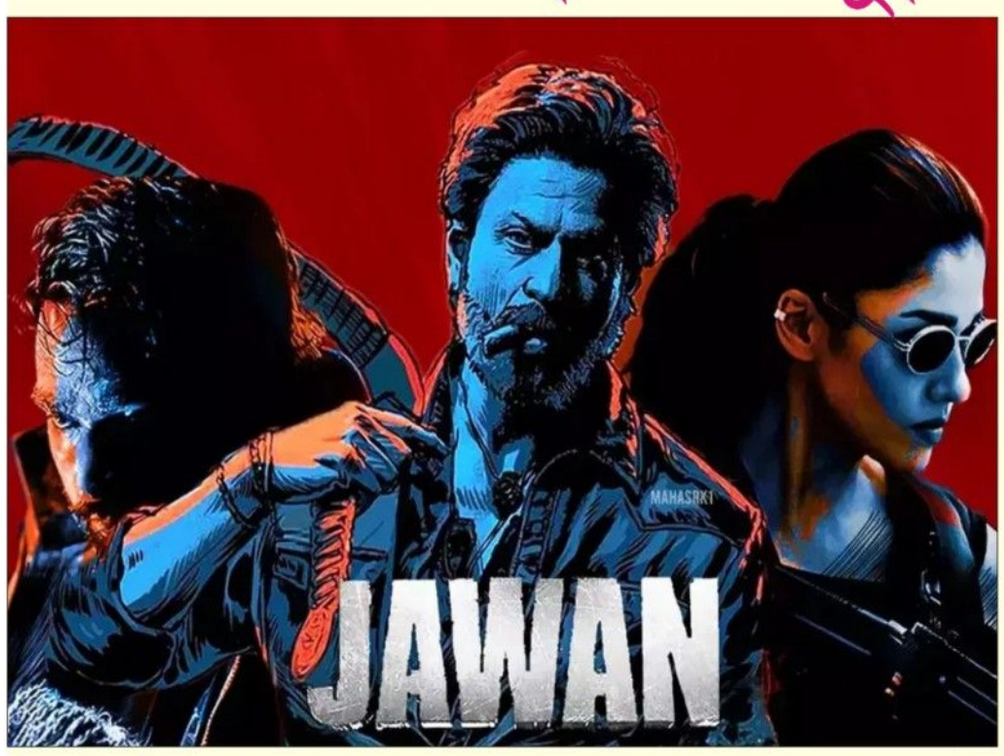

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান। 'পাঠান' মুক্তির পর ভারত ও বিশ্বজুড়ে ঝড় ওঠে। 'জওয়ান' সেই ঝড় হয়েছে আরো তীব্র।

গত ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব জুড়ে বক্স অফিসে মুক্তি পেয়েছে অ্যাটলি পরিচালিত ও শাহরুখ খান অভিনীত এই ছবি। মুক্তির দিন কয়েকের মধ্যেই বোঝা গিয়েছিল, বক্স অফিস ব্যবসার নিরিখে 'পাঠান'কে অনায়াসে টেক্কা দিয়ে দেবে 'জওয়ান'। হয়েছেও তাই। প্রেক্ষাগৃহে চলাকালীন মোট ৫৪৩ কোটি টাকা উপার্জন করেছিল 'পাঠান'। সেখানে, মাত্র ১৮ দিনের মাথায় সেই অঙ্ক ছাড়িয়ে গেল 'জওয়ান'। তৃতীয় সপ্তাহান্তের শেষে 'জওয়ান'-এর ঝুলিতে মোট উপার্জন ৫৪৬ কোটি টাকা।

বিশ্ব জুড়ে বক্স অফিসে প্রায় ১১০০ কোটির ব্যবসা করেছিল যশরাজ ফিল্মস প্রযোজিত পাঠান। তার প্রায় আট মাস পরে নিজের প্রথম প্যান ইন্ডিয়ান ছবি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ফিরেছেন শাহরুখ। প্রথম দিনেই প্রায় ৭৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল 'জওয়ান'। মুক্তির তিন দিনের মাথায় দেশের বক্স অফিসে ১৬৬ কোটি টাকার বেশি রোজগার করেছিল সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত 'পাঠান'। এ দিকে তৃতীয় দিনের মাথাতেই ২০০ কোটির ক্লাবে নিজের জায়গা করে ফেলেছিল 'জওয়ান'। তিন দিনের মাথায় শুধু মাত্র দেশেই 'জওয়ান'-এর ঝুলিতে এসেছিল মোট ২০২ কোটি টাকা, যা 'পাঠান'-এর থেকে প্রায় ৪০ কোটি বেশি।

মুক্তির পর থেকেই 'পাঠান'কে টেক্কা দেওয়ার এই ধারা বজায় রেখেছে 'জওয়ান'। ১৮ দিনের মাথায় 'পাঠান'-এর 'লাইফটাইম' উপার্জনকেই ছাড়িয়ে গেল চলতি বছরে শাহরুখের দ্বিতীয় ছবি। অন্য দিকে, দুনিয়াজোড়া বক্স অফিসেও ১০০০ কোটি ছুঁইছুঁই 'জওয়ান'। বিশ্ব জুড়ে বক্স অফিস ব্যবসার নিরিখেও যে 'পাঠান'কে খুব শীঘ্রই ছাড়িয়ে যাবে জওয়ান, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

হিমাচলে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আমির খান

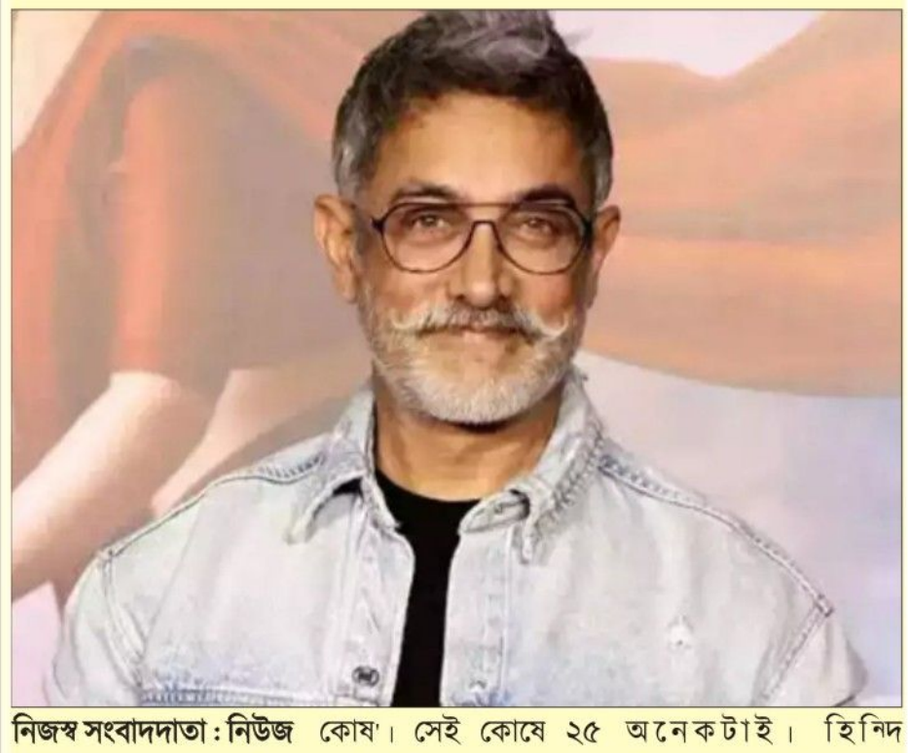

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি বর্ষায় তছনছ হয়ে গেছে হিমাচল প্রদেশ। ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হিমাচল প্রদেশের একাধিক এলাকা। দুর্যোগে বিধ্বস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ালেন বলিউড অভিনেতা আমির খান। সরকারি তহবিলে ২৫ লাখ দান করলেন অভিনেতা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হিমাচলের বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য সরকার থেকে তৈরি হয়েছে 'আপড়া রাহাত কোষ'। সেই কোষে ২৫ লাখ রুপি দান করেছেন আমির।

এরপর হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখু অভিনেতাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আমিরের করা এই সহায়তা নিঃসন্দেহে দুস্থ পরিবারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সহায়তা করবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে দুর্যোগের পরে বাসস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্য পূরণ করতে পারব আমরা অনেকটাই। হিন্দি সিনেমার এই আইকন আমাদের দিকে সাহায্যের যে হাত বাড়িয়ে দিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আমির বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন 'লাপাতা লেডিজ'-এর প্রচারে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন কিরণ রাও। আর প্রযোজনা আমির খানের। টরনেটো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে ছবিটি। ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি মুক্তি পাবে এই ছবি।

নিজেকে প্রমাণ করতে ১০ কেজি ওজন কমিয়েছেন শ্রাবন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হেরে যাওয়ার ভয়ে পিছিয়ে আসার পাত্রী নন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। সে কথার প্রমাণ দিতেই আরও একবার খোলনলচে বদলে হাজির হচ্ছেন ভিন্ন রূপে। পর্দায় নিজেকে তুলে ধরতে যাচ্ছেন দেবী চৌধুরানীর মতো দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ঐতিহাসিক চরিত্রে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'দেবী চৌধুরানী' নিয়ে সিনেমা নির্মাণ করছেন শুভ্রজিৎ মিত্র।

ছবির নাম ভূমিকায় থাকছেন শ্রাবন্তী। এ খবর অনেকেরই জানা। কিন্তু কেন এই চরিত্রের জন্য শ্রাবন্তীকে নির্বাচন, তা অনেকেরই অজানা। দেবী চৌধুরানীর মতো ঐতিহাসিক চরিত্রে অভিনয় যে কোনো অভিনেত্রীর জন্যই চ্যালেঞ্জিং। সেই চ্যালেঞ্জ শ্রাবন্তী নিতে পারবেন কিনা - তা নিয়ে অনেকেরই ছিল সংশয়। কারণ একটিই, রোমান্টিক ছবির গ্ল্যামার প্রধান নায়িকা হিসেবেই দর্শক মনোযোগ কেড়েছেন শ্রাবন্তী।

চরিত্র নিয়ে খুব একটা নিরীক্ষা করতে দেখা যায়নি তাঁকে। কিন্তু এই অভিনেত্রী মনে করেন, গ্ল্যামারের বাইরেও যে কোনো ধরনের চরিত্রে তিনি সাবলীল অভিনয় করে যেতে পারেন। এর প্রমাণ দিতেও যে কোনো সময় প্রস্তুত। আর এই আত্মবিশ্বাসী কথা শুনেই পরিচালক শুভ্রজিৎ 'দেবী চৌধুরানী' হিসেবে শ্রাবন্তীকে বেছে নেন।

অন্যদিকে অভিনেত্রী নিজেও এক রকম যুদ্ধে নেমেছেন 'দেবী চৌধুরানী' হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে। কয়েক দিনের ব্যবধানে মেদ ঝরিয়ে শরীরের ওজন কমিয়েছেন ১০ কেজি। উপন্যাসের পাতা উল্টে চরিত্রকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টায়ও কমতি রাখেননি। ঘোড়সওয়ারির ভীতি কাটিয়ে দিনের পর দিন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘ সময় কাটানোর সুবাদে বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে দূরন্ত গতিতে ছুটে চলা এই প্রাণীর সঙ্গে। এর বাইরেও তলোয়ার থেকে শুরু করে বিভিন্ন অস্ত্র চালনায় পারদর্শী হয়ে উঠেছেন তিনি। সব রকম প্রশিক্ষণ শেষেই ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি 'দেবী চৌধুরানী' হতে প্রস্তুত।

চরিত্রের মধ্যে মিশে গিয়ে তা কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয় এরই এক নজির তুলে ধরেছেন শ্রাবন্তী; যা দেখে বিস্মিত নির্মাতা থেকে শুরু করে ছবির কলাকুলশীরাও। স্বীকার করেছেন, 'দেবী চৌধুরানী' চরিত্রটি শ্রাবন্তীর জন্যই উপযুক্ত।

নির্মাতা জানিয়েছেন, সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ। আগামী নভেম্বরে শুরু হবে ছবির শুটিং। এই ছবির গুরুত্বপূর্ণ আরেক চরিত্র ভবানী পাঠকের ভূমিকায় থাকছেন টালিউড সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

নতুন রূপে দেবকে চেনা দায়!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাথাভর্তি লম্বা চুল। একগাল দাড়ি। মুখজুড়ে ক্ষতবিক্ষত দাগ। কম্বলে ঢাকা শরীর। চোখের দৃষ্টি স্থির। দেখেই মনে হচ্ছে পথের কোনো ভিক্ষুক। কিন্তু আসলে তা নয়। এমন লুকে টালিউড তারকা দীপক অধিকারী দেবকে হাজির করলেন নির্মাতা অরুণ রায়। ব্রিটিশ শাসনকালে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রায়ই ছদ্মবেশ ব্যবহার করতেন। ফলে একদিকে যেমন শাসকের নজর এড়ানো যেত, সমান্তরালে চলত আন্দোলনের কর্মসূচি। 'বাঘা যতীন' ছবিতে বাঘা যতীনের ভূমিকায় দেবকেও একাধিক লুক দেখা যাবে।

এর আগে খাকি পোশাকে কাঁধে বন্দুক নিয়ে শিখের বেশে দেবের লুক দেখেছেন দর্শক। তারও আগে সাধুর বেশে এই ছবিতে তার একটি লুক প্রকাশ করেও চমকে দিয়েছিলেন অভিনেতা। ছবিতে আরও কয়েকটি লুকে দেখা যাবে দেবকে। দেবের এই বিশেষ লুকের পেছনে রয়েছেন সোমনাথ কুণ্ডু।

চরিত্রের প্রয়োজনে এর আগেও তিনি নিজেকে একাধিক বার ভেঙেছেন। কিন্তু কোনও একটি ছবিতে এই প্রথম এতগুলো লুকে দর্শকদের সামনে হাজির হতে চলেছেন দেব।

ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেব বলেন, 'এই ছবিতে এমন এক মানুষের চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছি যিনি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছদ্মবেশ ধারণের গুরুত্ব বুঝতেন। একইভাবে আমার চরিত্রটিও ছবিতে একাধিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে।'

পাশাপাশি এই ছবিকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তার শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবেই উল্লেখ করেছেন দেব। অরুণ রায় পরিচালিত 'বাঘা যতীন' মুক্তি পাবে এই পূজায়।

দুই ম্যাচ পর

ম্যানইউর জয়, জিতেও দুশ্চিন্তায় ম্যানসিটি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়ার লিগে নটিংহ্যাম ফরেস্টকে ২-০ গোলে হারিয়ে ইপিএলে টানা ছয় ম্যাচ জিতলো ম্যানচেস্টার সিটি। এ জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষেই রইলো তারা। প্রথমার্ধে দলের পক্ষে গোল দুটি করেন ফিল ফোডেন ও আর্লিং হলান্ড। দিনের অপর ম্যাচে ব্রুনো ফার্নান্দেজের একমাত্র গোলে বার্নলিকে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে এদিন গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি ম্যানসিটিকে। সপ্তম মিনিটেই ফিল ফোডেনের গোলে এগিয়ে যায় সিটিজেনরা।

স্প্যানিশ মিডফিল্ডার রদ্রি দারুণ পাস দিয়েছিলেন কাইল ওয়াকারকে। ইংলিশ ফুলব্যাক সেই বল বাড়ান ফোডেনের উদ্দেশ্যে। দুর্দান্ত শটে দলকে এগিয়ে দেন এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।

এর ঠিক সাত মিনিট পরেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আর্লিং হলান্ড। ফোডেন পাস বাড়িয়েছিলেন ম্যাথুস নুনেসকে। তিনি ওপর দিয়ে বল পাঠান পোস্টের কাছে চলে আসা হলান্ডকে। অসাধারন হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এই নরওয়েজিয়ান গোলমেশিন।

প্রথমার্ধে ২-০ গোলের লিড নিয়ে বিরতিতে যায় পেপ গার্দিওলার দল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন সিটির মিডফিল্ডার রদ্রি। কর্নার লাইনের কাছে ফরেস্টের ইংলিশ মিডফিল্ডার মরগান গিবস-হোয়াইটের সঙ্গে ঝামেলা বাধলে তার গলা চেপে ধরেন রদ্রি। সঙ্গে সঙ্গে রেফারি তাকে লালকার্ড দেখান। পরে অবশ্য ভিএআরে আবার চেক করেন রেফারি কিন্তু তাতে সিদ্ধান্ত বদলেনি।

তবে ১০ জনের দল নিয়েও ম্যাচ জিততে অসুবিধে হয়নি গতবারের চ্যাম্পিয়নদের।

এই জয়ে ছয় খেলার সব কয়টি জিতে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ম্যানসিটি। ৫ ম্যাচে ১৩ পেন্ট নিয়ে দুইয়ে টটেনহ্যাম। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় তিন ও চারে লিভারপুল ও আর্সেনাল।

এদিকে দিনের আরেক ম্যাচে বার্নলির মাঠ থেকে জয় নিয়ে ফিরেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ৪৫ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেজ। লিগে টানা দুই ম্যাচে হারার পর জয়ের মুখ দেখল ইউনাইটেড। এই জয়ে ছয় ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে উঠে এসেছে এরিক টেন হ্যাগের দল।

লিভারপুলের ত্রিফলার বিদ্ধ ওয়েস্টহ্যাম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট হ্যামের বিপক্ষে লিগ ম্যাচে ৩-১ গোলের বড় জয় পেয়েছে লিভারপুল। গোল পেয়েছেন দলটির আক্রমণভাগের তিন ফুটবলার। রোববার অ্যানফিল্ডে ম্যাচের শুরুতে লিড নেয় লিভারপুল। গোল করেন দলটির সেরা তারকা মোহামেদ সালাহ। ম্যাচের ১৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে নেন তিনি। প্রথমার্ধে ওই গোল শোধ করে ম্যাচে ফেরে ওয়েস্ট হ্যাম। ৪২ মিনিটে দলটির হয়ে গোল করেন জার্ডন বোয়েন। দ্বিতীয়ার্ধে গোল করে আবার ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয় লিভারপুল। দলটির উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার ডারউইন নুনিয়েজ ৬০ মিনিটে দলকে ২-১ গোলের লিড এনে দেন। শেষ দিকে ওয়েস্ট হ্যামের ম্যাচে ফেরার আশা শেষ করে দেন পর্তুগিজ স্ট্রাইকার ডিয়াগো জোটা। বদলি নেমে ম্যাচের ৮৫ মিনিটে গোল করেন তিনি। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলে দুইয়ে উঠলো জার্গেন ক্লপের দল।

সৌদি আরব কেন ফুটবলে এত অর্থ ঢালছে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরোপের গ্রীষ্মকালীন দলবদলের সময় ফুটবলারদের নিয়ে প্রতিবছরই ক্লাবগুলোর মধ্যেই কাড়াকাড়ি লেগে যায়, পছন্দের ফুটবলারকে হয়তো টেনে নিয়ে যায় প্রতিপক্ষ ক্লাব। তবে এই বছর হুমকিটা ছিল এই মহাদেশের বাইরে সৌদি আরব থেকে।

১৯৭০ সালে শুরু হওয়া সৌদি প্রো লিগ এ বছর একের পর এক তারকা ফুটবলারদের নিয়ে সারা বিশ্বের শিরোনামে উঠে আসে।

সর্বশেষ দলবদলে সৌদি ক্লাবগুলো বিশ্বসেরা সব ফুটবলারদের তাদের দেশে টানতে খরচ করেছে প্রায় ১ বিলিয়ন ইউএস ডলার। ওই একই সময়ে তাদের চেয়ে বেশি অর্থ খরচ করেছে কেবল ইংলিশ ক্লাবগুলো।

তবে এই হিসেব শুধু দলবদলের জন্য ক্লাবগুলোকে যে অর্থ দিতে হয়েছে সেটার। এর বাইরে রয়েছে খেলোয়াড়দের লোভনীয় বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

আর এটাকে হঠাৎ একবারের একটা চমক বলতে রাজি নন সৌদি প্রো লিগের প্রধান নির্বাহী কার্লো নোহরা। তিনি বলছেন সৌদি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে যতদিন পর্যন্ত আয় ও খেলার মানের দিক দিয়ে বিশ্বের শীর্ষ লিগগুলোর কাতারে এটি না পৌঁছাবে, ততদিন পর্যন্ত সৌদি প্রো লিগকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাবে সরকার।

"সৌদি প্রো লিগ যেটা করছে, যা দেখছেন, এগুলো আসলে এখন অন্য দেশের লিগগুলোরও করা উচিত। আমরা সেরাদের তালিকায় যেতে চাই, আর সেজন্য মাঠে খেলার মান বাড়াতে যা করা দরকার আমরা সবই করছি," রয়টার্সকে জানান নোহরা।

সৌদি লিগে নাম লেখানোদের তালিকায় রয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড নেইমার।

তিনি মাত্র কয়েক বছর আগেও ছিলেন ইতিহাসের সবচেয়ে দামি ফুটবলার, যখন ফ্রেঞ্চ ক্লাব পিএসজি তাকে ২৪২ মিলিয়ন ইউএস ডলারে বার্সেলোনা থেকে কিনে নেয়।

বিবিসি স্পোর্টস বলছে রিয়াদের ক্লাব আল হিলাল এই ব্রাজিলিয়ানের জন্য খরচ করেছে ৯৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দলবদলের মধ্যে আছে আলজেরিয়ার রিয়াদ মাহরেজ, যিনি মাত্রই ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন। আছেন ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদার পুরস্কার ব্যালন ডি অর জয়ী ফ্রান্সের করিম বেনজেমা-ও।

বছরের শুরুতেই অবশ্য তারা পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয় যখন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে পাড়ি দেন আল নাসর ক্লাবে।

নানা মাধ্যম থেকে জানা যায় রিয়াদের ক্লাবটি তার সাথে আড়াই বছরের জন্য চারশো মিলিয়ন ডলারের চুক্তি করেছে।

বেশিরভাগ চুক্তিগুলোই করেছে সৌদি প্রো লিগের চারটি ক্লাব - আল হিলাল, আল নাসর, আল আহলি ও আল ইতিহাদ। সৌদি আরব পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (পিআইএফ) এর অর্থে পরিচালিত হয় ক্লাবগুলি, যার সম্পূর্ণ অর্থমূল্য প্রায় ৭৭৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার।

আর এ সবগুলো ক্লাবেরই নিয়ন্ত্রক সৌদি ক্রাউন প্রিন্স ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান।

বিশ্বকাপের স্বপ্ন

কিন্তু কেন সৌদি ক্লাবগুলো বিশ্বের অন্যান্য ক্লাব ও ফুটবলারদের পেছনে এত অর্থ খরচ করছে?

এটা আসলে তাদের সমন্বিত কৌশলেরই একটা অংশ, যার লক্ষ্য শুধু নিজেদের দেশে ফুটবলের মান উন্নয়ন করাই নয় বরং আরও বেশি কিছু।

২০১৬ সালে সৌদি আরব 'ভিশন ২০৩০'-এর ঘোষণা দেয়, সরকার নানা প্রকল্প হাতে নেয় যার লক্ষ্য তেল নির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে অন্যান্য দিকেও বিনিয়োগ করা।

এক্ষেত্রে খেলাধূলায় বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় তাদের।

দেশটির নিজস্ব ফর্মুলা ওয়ান গ্রাঁ প্রিঁ রয়েছে, প্রফেশনাল গলফ অ্যাসোসিয়েশন-পিজিএর একটা বড় শেয়ার হোল্ডার তারা, এমনকি ২০২৯ সালের এশিয়ান উইন্টার গেমসের আয়োজকও দেশটি, আর সেজন্য তারা মরুভূমির মাঝেই একটা স্কি রিসোর্ট তৈরি করছে।

তবে এসব বিনিয়োগ কিন্তু শুধু দেশটির জনগণ, যাদের অধিকাংশের বয়স চল্লিশের নিচে, তাদের অবসর আর বিনোদনের জন্য করা হচ্ছে না।

সৌদি আরবের আসল লক্ষ্য হল মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগে বাইরের দুনিয়ায় তাদের দেশের যে নেতিবাচক ইমেজ আছে সেখান থেকে খেলাধূলার সাহায্যে বের হয়ে আসা।

আরো অনেক দেশই এই পন্থা অবলম্বন করেছে ... তাদের প্রতিবেশী সংযুক্ত আরব আমিরাত আর কাতার খেলাধূলায় প্রচুর বিনিয়োগ করেছে, দেশ দুটি ফুটবল ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি ও পিএসজির মালিকানা পর্যন্ত কিনে নিয়েছে।

কাতার ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপও আয়োজন করেছে, যা ছিল ইতিহাসে প্রথমবার কোনও মুসলিম ও মধ্যপ্রাচের দেশে বিশ্বকাপ।

সৌদি আরবও একই পথে হাঁটছে। দেশের বাইরে ইংলিশ ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেডের মালিকানা তারা কিনে নেয় ২০২১ সালে।

তবে প্রতিবেশী দেশগুলো বাইরে যতোটা বিনিয়োগ করেছে তার বিপরীতে সৌদি নিজের দেশেই খেলাধূলার ক্ষেত্রে ব্যাপক বিনিয়োগ করতে থাকে।

তবে সৌদি আরবই প্রথম নয়, এর আগে অন্য দেশও ইউরোপের প্রতিযোগী হিসেবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে।

২০১৬ আর ২০১৭ সালের দিকে চীনের বিভিন্ন ক্লাব যারা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় যুক্ত, তারা ইউরোপ থেকে বেশ কিছু হাই-প্রোফাইল চুক্তি সম্পন্ন করে। কিন্তু তাদের এই চমকের ইতি ঘটে কয়েক বছরের মাথায় করোনাভাইরাস মহামারিতে।

তাহলে সৌদি আরবও কি চীনের মতো ভাগ্য বরণ করবে নাকি এটি ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারবে?

অর্থনীতিবিদ স্টেফান লেগে, যিনি ফুটবল বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ, তিনি অবশ্য খানিকটা সংশয় প্রকাশ করছেন। তার বিশ্বাস বিশ্বজুড়ে খেলোয়াড় ও দর্শকদের আকর্ষণের বিচারে ইউরোপ বেশ এগিয়ে।

"এখন পর্যন্ত যে জিনিসটা খেলোয়াড়দের সৌদি আরবে আনছে তা হল অর্থ। একটা মর্যাদার ক্লাব বা প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠা পেতে কয়েক দশক লেগে যায়।" লেগের ব্যাখ্যা হল, "দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী বিনিয়োগ ও দারুণ ব্যবস্থাপনাই পারে সৌদি আরবে একটা আকর্ষণীয় ফুটবল লিগ গড়ে তুলতে।"

ফুটবল লেখক সামিন্দ্রা কুন্তির পরামর্শ হল যদি সৌদি আরব তাদের লিগকে আরও আকর্ষণীয় করতে চায় তাহলে তাদের আরও তরুণ খেলোয়াড় আনতে হবে: "বেনজেমা, রোনালদো, নেইমার তারকার ব্যাপারটা যোগ করছে, কিন্তু তারা তাদের সেরা সময় পেছনে ফেলে এসেছে।"

কুন্তি বলেন এছাড়া ইউরোপের আছে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ যা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ধনী ক্লাবগুলোর প্রতিযোগিতা।

"শেষ পর্যন্ত ইউরোপই আসলে এগিয়ে থাকে...তাদের এই ক্লাব টুর্নামেন্ট সকল খেলোয়াড়ই জিততে চায়, সব তারকারাই এখানে খেলে, বাণিজ্যিকভাবেও এটা খুবই সফল, তাই আমার মনে হয় না সৌদি আরব এটাকে ছাপিয়ে যেতে পারবে", বলছিলেন তিনি।

'স্পোর্টসওয়াশিং'

সমালোচকরা খেলাধূলার ক্ষেত্রে সৌদি সরকারের এমন বিনিয়োগের একটা নাম দিয়েছে - "স্পোর্টসওয়াশিং", যার অর্থ সাংবাদিক জামাল খাসোগজি হত্যা বা মানবাধিকার লঙ্ঘন এমন নানা বিষয়ে দেশের নষ্ট হওয়া ভাবমূর্তি খেলাধূলার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা।

যুক্তরাষ্ট্র সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানকে এই হত্যায় অনুমোদন দেয়ার জন্য অভিযুক্ত করে থাকে, কিন্তু সৌদি আরব সবসময় এটা অস্বীকার করে এর দায় চাপিয়েছে 'সরকারের বিপথগামী কিছু এজেন্টের' উপর।

কোন কোন বিশ্লেষক মনে করেন ভাবমূর্তি বা মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই সৌদি আরবের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

"বিশ্ব জুড়েই দেশগুলো খেলাধূলা ও বিনোদনকে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে সফট পাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে," বলেন প্যারিসের স্কেমা বিজনেস স্কুলে খেলাধূলা ও ভূরাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক সাইমন চ্যাডউইক।

"আমরা আসলে বিভিন্ন দেশের বিশ্ব জুড়ে মানুষের মন ও হৃদয় জয়ের এক প্রতিযোগিতার কথা বলছি। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারত এবং আরও অনেক দেশই এটা সফলভাবে ব্যবহার করেছে। এখন সৌদি আরবও একই কাজ করছে," বলছিলেন তিনি।

বিশ্বকাপ থেকে

ছিটকে গেলেন হাসারাঙ্গা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের শুরুর আগে বড় ধাক্কা শ্রীলঙ্কা শিবিরে। চোটের জন্য বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। চোট সারিয়ে সুস্থ হওয়ার পথে আবার নতুন করে চোট পান লঙ্কার স্পিনার। দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তিনি। ভারতের মাটিতে সাধারণত সুবিধা পায় স্পিনাররা। সেক্ষেত্রে দাসুন শানাকার দলের ট্রাম্পকার্ড ছিলেন হাসারাঙ্গা। তার বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে হওয়া শ্রীলঙ্কার জন্য বিরাট বড় ধাক্কা। লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে চোট পেয়েছিলেন। এশিয়া কাপে খেলতে পারেননি। মনে করা হয়েছিল, বিশ্বকাপের আগেই সম্পূর্ণ ফিট হয়ে দলে ফিরবেন হাসারাঙ্গা। কিন্তু রিহ্যাব চলাকালীন আবার চোট পেলেন। যার ফলে বিশ্বকাপ খেলার কোনও সম্ভাবনাই থাকল না। চোটের জন্য বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা দলে অনিশ্চিত মহেশ থিকসানা এবং দুষ্মন্ত চামিরা। তারওপর হাসারাঙ্গার না থাকা শ্রীলঙ্কার বোলিং আক্রমণকে কার্যত দুর্বল করবে। আইপিএল খেলার সুবাদে ভারতের পিচে খেলতে অভ্যস্ত লঙ্কার স্পিনার অলরাউন্ডার। তাই তাঁকে কেন্দ্র করেই স্বপ্ন দেখছিলেন শানাকারা।

হাশিম আমলার চোখে

বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলবে কারা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুয়ারে কড়া নাড়ছে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের ১৩তম আসর। আগামী ৫ অক্টোবর ভারতে শুরু হবে আসরটি। এই টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে কোন চার দল যেতে পারে সেটি নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটার হাশিম আমলা।

একটি সাক্ষাৎকারে হাশিম আমলা বলেন, ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাব্য বেশি। খবর ক্রিকেট পাকিস্তানের।

তিনি বলেন, 'ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের ওপর বাজি ধরব।'

বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের মাথা শান্ত রেখে খেলার পরামর্শ দিয়েছেন আমলা। তিনি বলেছেন, সবচেয়ে জোরে আওয়াজ হয় মাথায়। তাই আপনার চিন্তাভাবনাগুলো কী, তা আপনাকে ট্র্যাক করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে সমর্পণ করতে হবে এবং সফল হওয়া যাবে।

স্পট ফিক্সিংয়ে জড়িত

শ্রীসান্থের আরও এক 'কীর্তি' ফাঁস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : খারাপ ফর্মের কারণে বর্তমানে ভারতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছেন না উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু তার প্রতিভা এবং দক্ষতার কথা স্বীকার করেন অনেকেই। আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতীয় দল থেকে তাকে বাদ দেওয়ায় সোচ্চার হন অনেকেই। সেই সঞ্জু নিজের প্রতিভা চিনিয়েছেন আইপিএল থেকেই। আর তার উত্থানের পিছনে রয়েছেন স্পট ফিক্সিংয়ে জড়িত সাবেক ভারতীয় পেসার শান্তাকুমারন শ্রীসান্থ। ভারতের সাবেক এই ক্রিকেটার জানিয়েছেন, রাজস্থান রয়্যালসে সঞ্জুকে ঢোকানোর জন্যে রাহুল দ্রাবিড়ের কাছে অসত্য বলেছিলেন তিনি। স্পট ফিক্সিং কাণ্ডে জড়িত শ্রীসন্থের এই অসত্য ভাষণ অবশ্য সঞ্জুর ভালর জন্যই ছিল।

কেকেআরে ২০১২ সালে গেলেও খেলেননি সঞ্জু। পরের বছর দল পাননি। সেই সময় শ্রীসান্থ কেরালার তরুণ ক্রিকেটারদের বিভিন্ন আইপিএল দলে পাঠাচ্ছিলেন ট্রায়ালের জন্যে। সঞ্জুকে পাঠান রাজস্থানে। তখন সেখানে ক্রিকেটার হিসাবে খেলতেন দ্রাবিড়। দ্রাবিড়কে অসত্য কথা বলেছিলেন শ্রীসন্থ।

একটি ওয়েবসাইটে তিনি বলেছেন, দ্রাবিড়কে বলেছিলাম, পাড়ার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সঞ্জু আমার ৬টা বলেই ছয় মেরেছে। রাহুল তখন আমাকে বলল- শ্রী, আর যাই বলিস, এসব কথা বলিস না।এরপর কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচে ভাল খেলতে পারেনি সঞ্জু। কিন্তু রাহুল ভাইয়ের চোখে পড়ার পরেই সব বদলে যায়। আমার কাছে এসে রাহুল ভাই বলেছিল, অন্য কোনও দলের ট্রায়ালে যেন সঞ্জুকে না পাঠাই। রাজস্থানে সই করাবে সঞ্জুকে। কিন্তু ম্যাচ খেলানোর ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারেনি।"

সঞ্জুর রাজস্থানে যাওয়া অনেকে যে ভাল ভাবে নেননি সেটাও জানিয়েছেন শ্রীসান্থ। তার কথায়, অনেকেই আমায় প্রশ্ন করেছিল কেন আমি তাকে সই করিয়েছি। নানান জায়গা থেকে বাচ্চা ছেলেদের জোগাড় করে আনি সেটা নিয়েও খোঁটা শুনতে হয়েছে। কিন্তু সঞ্জু সবাইকে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR